১৭-০৩-১৭ প্রাত:-মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা এই দুনিয়া থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বাবার হয়েছ, তাই এখন এমন অবস্থা পাকা করো যে অন্তিম সময়ে বাবা ছাড়া কেউই স্মরণে আসবে না ।"

প্রশ্ন :- সবথেকে তীব্র আগুন কোনটি যা এখন সারা দুনিয়ায় লেগেছে ? তাকে নেভানোর উপায় বলো ?

উত্তর :- সারা দুনিয়াতে এই সময় কামের আগুন লেগেছে , এই আগুন হলো সবথেকে তীব্র । এই আগুন নেভানোর জন্য রুহানি মিশন হলো একটাই , এর জন্য নিজেকে ফায়ার ব্রিগেড হতে হবে। যোগবল ছাড়া এই আগুন নেভানো সম্ভব নয় । এই কাম বিকারই সকলের সর্বনাশ করে তাই এই বিকাররূপী ভূতকে তাড়ানোর জন্য সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে ।

*গীত :- জলসা ঘরে জ্বলে ওঠে ঝাড়বাতির শিখা
পিপীলিকার পুড়ে তাতে মরণই লেখা.....*

ওম্ শান্তি । খুব ভালো সেবা পরায়ণ বাচ্চারা এই গানের অর্থ খুব ভালোভাবে বুঝতে পারে । এই গান শুনলে সম্পূর্ণ সৃষ্টিচক্র , রচয়িতা এবং রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানা যায় । মানুষ যাতে জানতে পারে তাই এই গান শোনানো হয় । কার দ্বারা জানানো হয় ? জ্ঞানের সাগরের দ্বারা । বাচ্চারা সকলেই জানে যে , আমরা বাবার হয়েছি এই পুরানো দুনিয়া থেকে মুক্তি লাভ করে পরমধামে যাওয়ার জন্য । এই পুরুষার্থ একমাত্র বাবা ছাড়া কেউই করাতে পারে না । বাবা বলেন যে আমার হতে গেলে তোমাদের এই দুনিয়ার কাছে নিজেকে মৃত মনে করতে হবে । তোমাদের এমন অবস্থা পাকা করতে হবে যে এক বাবা ছাড়া অন্য কাউকেই যেন তোমাদের স্মরণ না আসে । বাচ্চারা তোমরা জানো যে সেই বহ্নি এসেছে তার পতঙ্গদের সাথে করে নিয়ে যাওয়ার জন্য । এই পতঙ্গরা তো অগুনিত । প্রদর্শনীতেও তোমরা দেখো কতো মানুষ আসে । কোনো কোনো বাচ্চারা তো প্রদর্শনীর অর্থই বোঝে না । এই প্রদর্শনী হলো পুরানো দুনিয়াকে নতুন বানানোর জন্য । এখানে দেখানো হয় যে পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হয়ে নতুন দুনিয়া কিভাবে স্থাপন হয় । এই ঘটনা এই সঙ্গমেই দেখানো হয় । এই দুটো ঘটনা তো একসাথে ঘটে না । একটাকে তো আগে শেষ হতেই হবে । তোমাদের মধ্যেও যারা খুব ভালো বাচ্চা তারা সব জানতে পারে । রামরাজ্য অর্থাত্ নতুন দুনিয়া স্থাপন হতে চলেছে । এই রামরাজ্য স্থাপন হওয়ার পরেই রাবণ রাজ্য শেষ হয়ে যাবে । যখন তোমরা এই রামরাজ্যের উত্তরাধিকারী হও তখন তোমাদের মধ্যে কোনো ভূত বা বিকার থাকা উচিত নয় । এই বিকাররূপী ভূতকে দূর করার চেষ্টা করা উচিত । সবার প্রথমে কামের আগুনকে নেভাতে হবে । নিজের জন্যই ফায়ার ব্রিগেড হতে হবে । এই আগুন সবথেকে তীব্র এবং নোংরা, একমাত্র যোগবল ছাড়া একে নেভানো সম্ভব নয় । তাই সারা দুনিয়ার এই একটিই প্রশ্ন । সকলের মধ্যেই কামের আগুন রয়েছে । এই আগুন নেভানোর রুহানি সংস্থা হল একটাই । তাদের অবশ্যই এখানে আসতে হবে । মানুষ ডাকতে থাকে হে পতিত - পাবন এসো । কামুক মানুষকে পতিত বলা হয় । হে কামের আগুন ভস্মকারী এসো । এখানে বেশীরভাগ মানুষই পতিত । সামান্য কিছু মানুষই পবিত্র থাকে । তোমাদের আমি যুক্তি বলি কিভাবে এই আগুন নেভাবে । এই কাম অগ্নিও সতো , রজো এবং তমো এই তিন অবস্থায় আসে । তমোপ্রধান সেই যে এই কাম বিকার ছাড়া থাকতেই পারে না । তাদের এই

কামের আগুন লেগেই থাকে । এই কাম বিকারই মানুষের সর্বনাশ করে থাকে । সত্য যুগে এমন শত্রু থাকে না । ওখানে না রাবণ থাকে না মানুষের শত্রু থাকে । তোমরা জানো যে ভারতের সবথেকে বড় শত্রু হলো এই রাবণ । এই খেলাও ভারতের ওপরই বানানো হয়েছে । সত্যযুগে হলো রামরাজ্য , আর কলিযুগে হলো রাবণ রাজ্য । কার্টুনেও দেখানো হয় -- তারাও মানুষ ছিল আর এরাও মানুষ । এরা দেবতাদের সামনে হাত জোর করে বলে , আপনি সর্বগুণ সম্পন্ন ,আমি পাপী আর দুঃখী । এই ভারত অবশ্যই একদিন শ্রেষ্ঠাচারী এবং পবিত্র ছিলো । যে দুনিয়ায় দেবী - দেবতারা রাজত্ব করত । লক্ষ্মী - নারায়ণ এবং রাম - সীতা, দুজনেরই রাজত্ব ছিল । তাঁদেরই ঘরানা ছিল । প্রজাদের চিত্র তো বানানো হবে না । এখন বাবা তোমাদের কত সহজ করে বুঝিয়ে বলেন । তিনি বুঝিয়ে আবার বলেন তোমরা বুদ্ধিতে এই ধারণা করতে পারছ তো ? "যেমন আমার বুদ্ধিতে এই ধারণা আছে বলে, ঝাড় বা এই নাটকের জ্ঞান আমার আছে বলেই আমাকে জ্ঞানের সাগর বলা হয় । এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান আমার কাছে আছে । আমাকে পবিত্রতার সাগরও বলা হয় । পতিত - পাবনও আমাকেই বলা হয় যিনি এসে সারা ভারতকে পবিত্র বানান" । এ হল রাজযোগ আর জ্ঞান । যারা ব্যরিস্টারি পড়ে তাদের ব্যরিস্টারি যোগ বলবে কেননা এই পাড়ার দ্বারাই ব্যরিস্টার হওয়া যায় । শিববাবাই বলেন, বাচ্চারা, আমি এসেই তোমাদের রাজযোগ শেখাই । রাজারাও তো সবাই ভগবানকেই স্মরণ করেন । সেই ভগবানের থেকে তোমরা কি পাবে ? অবশ্যই স্বর্গের বর্সা বা সম্পত্তি পাওয়া উচিত ।

তোমরা সবাইকে জিজ্ঞেস করো - পরমপিতা পরমাত্মার পরিচয় কি ? বাবা যখন রচয়িতা তখন তিনি অবশ্যই স্বর্গের রচনা করবেন , তোমাদের সেই স্বর্গের রাজত্বই দেবেন , যে রাজত্ব এখন তোমরা বাচ্চারা পেয়েছিলে । এখন তা আর তোমাদের কাছে নেই কিন্তু আবার সেই রাজত্বই তোমরা নিচ্ছ । যেমনভাবে আগের কল্পে ভারতবাসীরা নিয়েছিল । এখন আবার ভারতবাসীদেরই সেই রাজত্ব নিতে হবে । (নারদের মতো) তোমরা বাচ্চারাও জিজ্ঞেস করো আমাদের সাথে বৈকুন্ঠে যেতে চান ? ভগবানের থেকে নতুন দুনিয়ার বর্সা নেবেন ? ভারতবাসীরাই এই বর্সা বা সম্পত্তি পেয়েছিল, এখন আর তা নেই , আর কেউই এই সম্পত্তি পাবে না কারণ এই ভারতই ভগবানের জন্মভূমি । তাই "চ্যারিটি বিগইন্স অ্যাট হোম ।" তাই ভারতবাসীদেরই এই অধিকার প্রাপ্য । কিন্তু অনেক বাচ্চারাই তা বুঝতে পারে না । অনেক বাচ্চাদের সাক্ষাত্কার করানো হয় । দেখানো হয় যে তোমরা বৈকুন্ঠের প্রিন্স প্রিন্সেস হবে । এ হলো মানুষ থেকে প্রিন্স হবার পাঠশালা । প্রিন্স হওয়া বা রাজা হওয়া একই কথা । পুরুষার্থ করলে কি হতে পারবে সেই সাক্ষাত্কারই করানো হয় । বাবার শ্রীমতে চলে তোমরা পুরুষার্থ করো । কেবল কৃষ্ণকে দেখলাম এটা কোনো বড় কথা নয় । এমন তো আগে অনেকেই দেখতো আবার তারা চলেও গেছে । সাক্ষাত্কার হলো তারপর পড়া করলো না , তাহলে তো এমন পদ পেতে পারবে না । কিন্তু এতো পুরুষার্থ কেউ করে না কারণ বিকার ভূতের প্রভাব থাকে । দেহ অভিমানের অনেক প্রভাব থাকে । বুদ্ধিতে এই কথা থাকা দরকার যে এই খেলা সম্পূর্ণ হয়ে আসছে । আমরা এই ৮৪ জন্মের পার্ট সম্পূর্ণ করেছি , এখন আমরা আমাদের শরীররূপী পুরোনো বস্ত্র পরিত্যাগ করবো । এই কথাও যদি স্মরণে থাকে তাহলেই অহো ভাগ্য, সুখের পারা চড়তে থাকবে । এখন আমরা আবার মুক্তিধামে ফিরে যাবো । এই কথা কারোর বুদ্ধিতেই থাকে না । সন্ন্যাসীরাও বলে যে আমরা শরীর ছেড়ে ব্রহ্মে লীন হয়ে যাব । কিন্তু এই তত্বকে স্মরণ করলে তো আর বিকর্ম বিনাশ হবে না তাহলে সেখানে কি করে যাবে ? তোমাদের নিয়ে যাবার জন্য একজন রামই আছেন , তিনিই সমস্ত বাচ্চাদের নিয়ে যাবেন । নিজে নিজে তো আর কেউ যেতে পারবে না । মানুষ পুরুষার্থ

করে কারণ এই দুনিয়াতে থাকতে আর তাদের ভালো লাগে না । আবার অনেকে বলে আমরা এই নাটকে আসতেই চাই না । এমন অনেক মত মতান্তর আছে । প্রায় কোটির মতো গুরু – গোঁসাই এই পৃথিবীতে আছে । সকলেরই নিজের নিজের মত আছে । যদিও বলা হয় আপনার জ্ঞান অনেক ভালো , কিন্তু বাইরে গেলেই সব শেষ । অনেকেই তো আসে কিন্তু তাদের সকলের ভাগ্যে থাকে না । উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিরা সব ছেড়ে এখানে আসবে তা হয় না , তাই গরীবই এই জ্ঞান নিতে পারে । এখানে এসে তো বাবার বাচ্চা হতে হয় । কোনো সন্ন্যাসী বা গুরু তাদের এতো অনুগামীদের ছেড়ে এখানে আসবে , এ খুবই মুশকিল । এ হল প্রবৃত্তি মার্গ, ছেলে, মেয়ে সকলকে একসাথে থাকতে হয় । নিশ্চয়বুদ্ধি লোকেদের ঝট করে পরীক্ষা নেওয়া হয় । এই গুরুগিরি ছাড়তে হবে । কারণ বাবার হতে হবে । বাবা কাউকে বোঝানোর সহজ উপায় বুঝিয়ে বলেন । কেবল এই কথা জিজ্ঞেস করতে হবে যে পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমাদের কি সম্বন্ধ ? তিনি নিশ্চই আমাদের মুক্তি বা জীবনমুক্তি দেবেন । মানুষ মানুষকে এই মুক্তি বা জীবনমুক্তি দিতে পারে না । বাবার থেকে এই বর্সা বা সম্পত্তি নেবার জন্য এখানে এসে শিখতে হবে , শ্রীমত যা বলবে তাই করতে হবে । প্রথমেই নিশ্চয় বুদ্ধি হওয়া দরকার তারপর শ্রীমত যা বলে সেই অনুযায়ী চলতে হবে । প্রথমে সকলকে বাবার পরিচয় দিতে হবে । অনেকেই এখানে আসে । তারা বলে এ জ্ঞান খুবই সুন্দর । কিন্তু নিজেরা এখানে আসে না , কেবল রায় দিয়ে চলে যায় । এইকথা বোঝাই যায় না যে এরা কার মতে চলছে । তারা বলে যে এমন প্রদর্শনী তো প্রতি জায়গায় হওয়া উচিত । তারা এইসব মত দিতে থাকে । আরে , ঈশ্বরকে তো মতামত দেওয়াই যায় না । কিন্তু তাদের এই মত দেওয়া অভ্যাসে পরিণত হয়েছে । বাকি যে নিজেরা বসে বুঝবে , তা হয় না । এখানে কোনো মত দেওয়া নয় , বাবার শ্রীমতে চলতে হবে । সবার প্রথমে বাবার হতে হবে তারপর বাবা যে শ্রীমত দেবেন , সেইভাবে অন্যকে বুঝিয়ে বলতে হবে । তারপর যখন তোমরা কাউকে বোঝাবে , সে যেন তখন লিখে দেয় যে , আমাকে বাবার শ্রীমতে চলতে হবে , তখন বুঝবে যে এরা ঠিক বুঝেছে । অনেকেই তো এখানে আসে কিন্তু খুব ভালোভাবে এই বিষয় বুঝতে পারে না । জ্ঞানের মতে চলার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে না । এই সময় সবাই হলো ভক্তিমতের । ভক্তির জন্য তারা জপ , তপ পাঠ ইত্যাদি করে থাকে । ভগবান বলেন যে অর্ধেক কল্প তোমরা ভক্তি করেছো -- ভগবানের সাথে মিলিত হবার জন্য । সবাই এখনো ভক্ত । ভগবান তো একজনই । একজনকেই পতিত – পাবন বলা হয় । তাই বাকি সকলেই পতিত । এ হলো রাবণরাজ্য । কল্পের এই সঙ্গম যুগের গায়নই গাওয়া হয় । প্রতি কল্পের এই সঙ্গম যুগেই বাবা বারে বারে এসে থাকেন ।

সত্যযুগ হলো কল্যাণকারী স্বর্গ আর কলিযুগ হলো অকল্যাণকারী নরক । রাবণ হলো কল্যাণকারী আর রাবণ হলো অকল্যাণকারী । এই জ্ঞান বাচ্চাদের বুদ্ধিরূপী পাত্রে ভর্তি হওয়া উচিত । তোমাদের দুঃখী এবং অসহায় মানুষদের কল্যাণ করার জন্য সবসময় সতর্ক থাকা উচিত । কারো মধ্যে দুর্বলতার আধিক্য এতো বেশী যে অস্থির হয়ে উঠতে হয় । তোমরা বলো যে বাবা, অমুকের মধ্যে এই অপগুণ আছে । এমন অনেক খবর আসে । বাবার বক্তব্য হলো – খবর যদি দাও তবেই তো সাবধান করতে পারবো । কারোর মধ্যে অপগুণ থাকলে সে সেবা কম করবে । আজকাল লেখাপড়া জানা বিদ্বান , পণ্ডিত তো অনেকেই আছেন , তারা খুবই তীক্ষ্ণ । যারা বুদ্ধিতে কাঁচা হয় তাদের মাথা তারা বিগড়ে দেয় তাই বুদ্ধিমান বাচ্চাদেরই ডাকা হয় সেবাকাজের জন্য । বোঝে যে এরা আমাদের থেকে হুঁশিয়ার । বাবা প্রদর্শনীর খবরও চান । কে কে ভালো সেবা করে এতে খুবই নজর রাখা চাই । কেউ যদি জিজ্ঞেস করে তোমরা শাস্ত্র ইত্যাদি পরেছো ? তখন বলো , আমরা জানি যে এই বেদ শাস্ত্রই আমরা জন্ম – জন্মান্তর ধরে পড়ে আসছি । এখন আমাদের বাবার নির্দেশ হলো এইসব কিছু

পড়ো না । আমি যা শোনাচ্ছি সেই কথা শোনো । আমার মতে চলো , আমাকে স্মরণ করো তাহলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । এখন তোমাদের সামনে মৃত্যু দাঁড়িয়ে আছে । আমি তোমাদের বাবা , এখন তোমাদের নিতে এসেছি । আমিই তোমাদের মুক্তি এবং জীবনমুক্তি দেবো । প্রত্যেককেই এই নাটকের নিয়ম অনুসারে প্রথমে মুক্তিতে যেতে হবে , তারপর জীবনমুক্তি অর্থাত্ সতোপ্রধান দুনিয়ায় আসা তাই বাবাকে বলা হয় সবার সদ্গতিদাতা , সবার প্রতি দয়ালু । এই সবার মধ্যেই তো সম্পূর্ণ দুনিয়া এসে যায় । সর্ব অর্থাত্ সারা দুনিয়ার বাবা বোঝাচ্ছেন , দুনিয়ার লোকেরা অল্পসময়ের হদের সেবাকারী । বেহদের সবার প্রতি দয়ালু লিডার তো একজনই । তিনি সারা বিশ্বের উপর দয়া করে বিশ্বের বদল করেন । তোমরা জানো যে বাবা আমাদের এই বিশ্বের মালিক বানাতে এসেছেন । তোমরা চির স্বাস্থ্যবান এবং সম্পদবান হয়ে যাবে । কিন্তু এতটুকুও কারোর বুদ্ধিতে বসে না । সামান্য দুটো কথাও যদি বুদ্ধিতে বসে সেটাও ভালো । আমরা সবাই ভগবান পরমপিতার সন্তান । ভগবানের থেকে আমাদের স্বর্গের বর্সা বা সম্পত্তি পাওয়া উচিত । একদিন আমরা এই সম্পত্তিই পেয়েছিলাম , এখন নেই কিন্তু আবার পেতে চলেছি । বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো আর আমার বর্সাকে স্মরণ করো । একজন আর একজনকে এই মন্ত্রই দাও । আমিই তোমাদের বেহদের বাবা । ধর্ম স্থাপনার জন্য এই ধাক্কা তো খেতেই হবে । বুদ্ধিতে এই কথা তো থাকতেই হবে যে এখন নাটক সম্পূর্ণ হতে চলেছে । বাকি অল্প সময় আছে , তারপর আবার নতুন ভাবে আমাদের অভিনয় শুরু হবে । এই কথা বুদ্ধিতে থাকলে খুব ভালো ।

আচ্ছা - মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ , ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত ।

বাচ্চারা তোমাদের প্রতি পদে পদে কমল ফুটে রয়েছে । এ হল জোরদার কামাই । স্বয়ং ভগবানই এই কামাইয়ের রায় দেন । তোমরা এই রায় মেনে চললেই স্বর্গে পৌঁছে যেতে পারবে । কিন্তু স্বর্গেও তো উঁচু পদ পাওয়া উচিত । এই কামাই খুব নীরবে করতে হবে । কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে সব কর্ম করবে কিন্তু মন থাকবে এক সাজনের প্রতি ,তাঁর প্রতি যেন অনেক ভালোবাসা থাকে । এ হলো খুবই জোরদার কামাই । বাবার এই সেবায় থাকলে অটোমেটিক অনেক আমদানি হতে থাকবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ , ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এখন এই নাটক সম্পূর্ণ হয়েছে তাই আমাদের মুক্তিধামে ফিরে যেতে হবে । এই খুশীতে থেকেই পুরানো দেহের অভিমানকে ত্যাগ করতে হবে ।

২) এক বাবার মতেই চলতে হবে । বাবাকে নিজস্ব মতামত দেওয়া চলবে না । নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে বাবার যে শ্রীমত তোমরা পেয়েছো , সেই শ্রীমতেই তোমাদের চলতে হবে ।

বরদান :- আকারী এবং নিরাকারী স্থিতির অভ্যাসের দ্বারা বিপরীত পরিস্থিতিতেও অচল থেকে বাবার সমান হও (ভব) ।

যেমন সাকার অবস্থায় থাকা তোমাদের স্বাভাবিক হয়ে গেছে , এমনই আমি আকারী ফরিস্তা এবং একই সঙ্গে নিরাকারী শ্রেষ্ঠ আত্মা -- এই দুই স্মৃতিই যেন তোমাদের স্বাভাবিক হয় কারণ শিববাবা হলেন নিরাকারী আর ব্রহ্মাবাবা হলেন আকারী । যদি দু'জনের প্রতিই ভালোবাসা থাকে তাহলে দু'জনের সমান হও । সাকারে থেকে এই অভ্যাস করো - এই মুহূর্তে আকারী আবার এখনই নিরাকারী । এই অভ্যাসই তোমাদের বিপরীত পরিস্থিতিতেও অচল করে দেবে ।

স্লোগান :- দিব্য গুণের প্রাপ্তিই হল সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভু প্রসাদ ।